তত্রাপি ভগবন্তং প্রতি নিজদৈন্যাদিনিবেদনাদিভক্তেরেবানুবৃত্তিরিতি জ্ঞেয়ম্ ॥৩॥২১॥ শ্রীশুকঃ কর্দ্দমম্ ॥ ১২২ ॥ ৩।২১।২৪ ।

শ্রীভগবান শ্রীল কর্দ্দমঋষিকে কহিলেন—হে প্রজাধ্যক্ষ ! (প্রজাপতে) যাহারা আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়াছে, তাহাদের আমার অর্চ্চন কখনও বিফল হয় না। তন্মধ্যে আপনাদের মত মহানুভবগণ যে আমার অর্চ্চন করেন, তাহা যে বিফল হয় না—সেটি বলাই বাহুল্য।

শ্রীগোস্বামীপাদকৃত শ্লোক-ব্যাখ্যা—হে প্রজাপতে ! আমাতে সংগৃহীত অর্থাৎ বদ্ধচিত্ত যাহারা, তাহারা যে আমাকে অর্চ্চন করে—তাহাই বিফল হয় না। সেইপ্রকার—

শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে কহিলেন—হে উদ্ধব ! আমার অজিতেন্দ্রিয় ভক্তগণ বিষয়ের দ্বারা বাধ্যমান হইলেও প্রগল্ভা ভক্তির প্রভাবে বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হয় না। এস্থলে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—"বাধ্যমান" পদটিও বর্ত্তমান্‌কালে প্রয়োগ করা হইয়াছে। আবার "অভিভূয়তে" পদটিও বর্ত্তমানে প্রয়োগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যখনই বাধিত হইতেছে, তখনই বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হইতেছে না। যেমন জ্বর-প্রতিষেধক ঔষধি সেবন করিলে, সেইদিন জ্বর আইসে বটে কিন্তু সেরূপ অভিভূত করিতে পারে না। তেমনি বিষয়-বাসনার প্রতিষেধক শ্রীহরিভক্তির অনুষ্ঠান করিলে, বিষয়-বাসনা আসিয়া আক্রমণ করিতে চায় বটে, কিন্তু ভক্তির সাধনে বাধা দিতে পারে না। এস্থলে প্রায়শঃ বাধিত হইলেও ভগবদ্ধ্যানাদি দ্বারা আকৃষ্যমাণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভগবদ্ধ্যানের প্রভাবে চিত্তটিকে শ্রীভগবানের দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখে ; বিষয়-বাসনার চিত্ত আকর্ষণের ক্ষমতা কমিয়া যায়। যদ্যপি বিষয়ে শ্রীভগবান্ হইতে চিত্ত আকর্ষণ করে বটে, তথাপি "বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ" ইত্যাদি ন্যায়ে অর্থাৎ বিষয়ভোগ যে দুঃখেরই কারণ, এটি বেশ বুঝিতে পারেন। কিন্তু পরিত্যাগে অসমর্থ, সে অবস্থাতেও শ্রীভগবানের প্রতি নিজ দৈন্য প্রভৃতি নিবেদনের দ্বারা শ্রীহরিভক্তির অনুবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ যখন নিজ ক্ষমতায় বহু চেষ্টা করিয়াও লয়-বিক্ষেপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি না পায়, তখন নিজের কর্ত্তৃত্বে কিছুই হইবার উপায় নাই—ইহাই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়া শ্রীভগবানের চরণে—"প্রভো ! তুমি রক্ষা না করিলে আমি আর লয়-বিক্ষেপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি না" এইরূপ শ্রীভগবানের চরণে কাতর নিবেদন জানাইতে থাকে। তাহা দ্বারা নিরন্তর চিত্তটি অভিমানশূন্য হইয়া দীনভাবে বিগলিত হয়। তাহা দ্বারা শ্রীভগবানের